রাজ্য - রাজনীতির সহিংসতা ও মুসলিম সমাজ

আব্দুর রাকিব

১.
এ রাজ্যে সম্বন্ধে বড় করে বলার মতো একটি কথা এই যে, এখানে সাম্প্রাদায়িক দাঙ্গাহয়না।কোথাও তেমন ব্যতিত্রমী কিন্তু দেখা দিলে প্রশাসন তৎক্ষণাৎ সেখানেঝাঁপিয়ে পড়ে। এবং এর বিকাশ সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেয়।
এমন নয় য়ে, সরকার এর সমূহ কৃতিত্বের একমাত্র দাবিদার।কিছুটা প্রশংসা প্রাপ্য রাজ্যবাসীরও। বঙ্গ - বিভাজনের(১৯৪৭) বলি হওয়া সত্ত্বেও বাঙালির প্রতিবেশিত্ববোধের পরম্পরাএখনওঘটমান বর্তমান। রাজনীতি, সময়ে ওইতিসাহের পরিবর্তন - প্রবনতাকে উপেক্ষা করে উভয় বঙ্গের বাঙালি আজও অনেকটাই স্ব- নিয়ন্ত্রিত ও সদ্ভাবপ্রিয়। সম্প্রীতি তার জীবন - সংস্কৃতির অঙ্গ ও অনুষঙ্গ। তাই দাঙ্গার মতো অপ্রীতিকরঘটনার প্রতিরোধে, প্রশাসনের পাশাপাশি, তারও একটি সক্রিয়ভূমিকা ও তৎপরতা থাকে। বাঙালির দৈনন্দিনতা আজও তেমন নির্বোধ ও নিরেট নয়, নববুইয়ের দশকে ভারতে হিন্দুত্বের অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্যে যে অশ্বটিকে বল্গাহীনঅবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হয়, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আজও তার রাশ টেনে ধরে রেখেছে। যজ্ঞকর্তারা এখনও বঙ্গজয় করতেসমর্থ হননি। যেমন সেদিন ইসলামবাদও পারেনি ঢাকাকে জয় করতে।

২.
কিন্তু এ কেবল চাঁদের এক পিট মাত্র। অন্য পিঠে এমনওতুমুল অন্ধকার। যে সমাজ চৈতন্য (Socialconsci-ousness) বাঙালিকে অসাম্প্রদিয়ক রাখে, তাইআবার তাকে রাজনৈতিক উন্মুত্তরায় উগ্র করে দেয়। দাঙ্গার নয়, সেমারা যায় রাজনৈতিক সহিংসতায়। বাঙালি জীবনের বৈপরীত্যের এ এক বিচিত্রচিত্র। হয়তো বা ইতিহাসের মর্মান্তিক পরিহাস।

দাঙ্গায় বিবেকী - মন বিচলীত হয়, রাজনীতির উগ্রতায়নয়। রাজনীতি যেহেতু একটি অবিরাম প্রক্রিয়া, অতএব রাজনৈতিকসংঘর্ষকে এর স্বাভাবিক অনুষঙ্গ ধরে নিয়ে বাঙালি - বিবেক বিবিত্ত থাকে। হত্যা,লুঠপাট, আগ্নি সংযোগ ইত্যাদির ভয়াবহতাকে তেমন বিবিগগ্নকরেনা। তার কাছে এগুলি কেমন যেন গা -সওয়া ব্যাপার হয়ে যায়। এ রাজ্যে তাই এ নিয়ে এখনও চিন্তা -ভাবনার প্রেক্ষিত তৈরী হয়নি।

কিন্তু একটি সঙ্গত প্রশ্নে মুসলিম সমাজ বরাবরইবিড়ম্বিত হয়। কেননা, এসব সংঘর্ষে যারা নিহত হয়, যাদের ঘর-বাড়ি দগ্ধ হয়,ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়, যারা ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়, তাদের ৯৯ শতাংশই মুসলিম। আরও আশ্চর্য, এসবক্ষেত্রে আক্রান্ত ও আক্রমণকারী উভয়েই মুসলমান। অর্থাৎ, যে মারে সেও মুসলমান, যে মরে, সেও মুসলমান। এ আত্মঘাতীখেলা শু হয় আশির দশকে। এবং তা চুড়ান্ত রূপে প্রকট হয় গতপঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে ও পরে। নির্বাচনী সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা এ রাজ্যেআপাতত অনন্য নজির। খোদ সরকারী পরিসংখ্যান সরকারকেও যথেষ্ট লজ্জাদেয়।
মুসলমান কেন মুসলমানকে মারে, যথেষ্ট প্রাসঙ্গিকহলেও, একমাত্র মুসলিম সমাজ ছাড়া এ প্রশ্নটি বুদ্ধিজীবী মহলে,প্রচার বা অন্য কোথাও তরঙ্গায়িত হয়নি।

বুদ্ধিজীবীদের সমস্যা এখানেই। সহজকে সহজ, সত্যকে সত্য,সাদাকে সাদা বললে তাঁদের উচ্চমান্যতা ও অভিমান আহত হয়। তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী বলে, তাঁরাকূটভাষ্য পছন্দ করেন। এবং তা রচনা ও প্রয়োগ করে ব্যতিত্রমী অনন্যহতে চান। উল্লিখিত প্রশ্নটি আদৌ সাম্প্রদায়িক নয়, শতকরাএকশোভাগ সামাজিক । কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের তা বোঝানো যাবেনা, যায়না। কেননা,তাঁরা কেনা জুতোয় পা গলান না, পায়ের মাপ দিয়ে নিজেরাই তা রৈরিকরে নেন।

৩. যাই হোক, মুসলিমদের আত্মঘাতী খেলার কিছু সম্ভাব্যকারণ নিয়ে একটু আলোচনা করাযাক।
(ক) দলীয় রাজনীতিরনিয়ন্ত্রণকক্ষ শহরে। কিন্তু মাথাপিছু ভোটের কল্যাণে, দলীয় ক্ষমতার উৎসভূমি গ্রামঞ্চল। দলীয়সংঘর্ষ বাধে গ্রামে, শহরে নয়। মুসলিমসমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ গ্রামে থাকে বলে, সংঘর্ষে তারাই বেশি মারা যায়।(এ ব্যাপারে যে জেলাগুলি খবরের শিরোনামে, সেগুলি হল মেদিনীপুর, হুগলী, উত্তর ও দক্ষিন ২৪পরগণা, মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর যেগুলিতে আবারবাম - বিরোধী শক্তিও সক্রিয়)।

(খ) শিক্ষা,স্বাস্থ্য-পরিষেবা, সড়ক-যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলেশহরের স্পন্দন শু হলেও, গ্রাম -জীবনের ভরকেন্দ্রটি এক চুলও নড়েনি। গ্রামেরজীবনজীবিকার কেন্দ্রমূলে থাকে ভূমি ও কৃষি। এখানে প্রায় সবসমস্যাই ভুমিকেন্দ্রিক। মুসলিমরা যেহেতু অনন্যোপায় অবস্থায় আজও মাঠ-মাটিকে আঁকড়েথাকে, লাঙলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয়, অতএব মাঠ - মাঠিজাত সমস্যায়তাদের সর্বক্ষণ ভুগতে হয়। সামান্য জমির একটি আল নিয়েও রক্তারক্তিকান্ডঘটে। জমি , ভিটি, বাঁশ, গাছ, পুকুর, বাড়ির আয়া হাত,পুস্তা (মাটির ঘরের পিছন দিকে, দওয়ালরক্ষার জন্য যেকাদামাটি দেওয়া হয়, তাকে পুস্তা বলে। আপনি যদি সোয়া হাত নাছেড়ে ঘর তোলেন, তবে সুস্তায় দেওয়ার অধিকারী নন।) জল নিকাশীনালা ইত্যাদি নিয়ে আত্মীয় - দ্বন্দ্বও প্রচুর। এককালে, গ্র

ামের মোড়ল -মাতব্বরেরা এসবরে মীমাংসা করে দিতেন। একালে পার্টির নেতার তাঁদেরস্থলাভিষিক্ত। বলা বাহুল্য, দলের লাভ - ক্ষতীর অঙ্ক কষে তাঁরাআপোষ মীমাংসার অগ্রহর হন। । ফলে, আত্মীয় - দ্বন্দ্ব পার্টি - দ্বন্দ্বে পরিণত হয় ।শু হয় জমি - ধখলের লড়াই। লড়াই মানে খুন- জখম, লুঠপাট, ধর্ষণ, অগ্নি -সংযোগ ও উৎখাত। মাঠের ফসল রক্ষার জন্য দিন - রাতের প্রহরীবা রক্ষী থাকে গ্রামের ভাষায়যাদের বলা হয় যোগানদার বা আগলদার। দলের লোককে এ কাজ প াইযে দেবার জন্য পার্টি নেতার মরিয়া হয়ে উ ঠেন । পছন্দেরলোক নিয়োগ নিয়েও বহুগ্রামে যুদ্ধ বাধে ।পাট্টা, বর্গাদার ইত্যাদির কূট - কচান তো থাকেই। এব্য াপারে ইন্ধনযুগিয়ে যাঁরা মুনাফা অর্জন করেন,তাঁর হলেন স্থানীয় বি. এল. আর. ও. এবং ও. সি. -- পার্টি নেতাদেরসুগ্রীব দোসর। ববাদমান দুটি পক্ষই যখন মুসলমান, তখন যিনিই মান কিংবামন, তাঁকে তো মুসলমান হতেইহয়।

(গ) আশির দশকের সূচনায় গ্রামে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে,ঠুনকো হলও শহর-কেন্দ্রিক ক্ষমতার কিছুটা বিকেন্দ্রীকরণ হয়। তার মানে,কর্তারা হাতে লাটাই রেখে। সামান্য সুতো ছেড়েক্ষমতার রঙিন ও হালকা ঘুড়ি উড়িয়ে দেন গ্রামের আকাশে। গ্রামেরগরিব- গুর্বো খেটে খাওয়া মানুষ খানিকটা ক্ষমতার স্বাদ পান। এবংঘুড়ি হয়ে উড়বার লোলুপতাতাঁদের পেয়ে বলে ও ক্ষমতা কী ও কেন না জেনেই। ফলে, ভারসাম্যরক্ষা করার শিক্ষা না পেয়ে, মূলত তাঁরা নির্ভর করেন পেশীশক্তির উপর। সুযোগ বুজে কর্তারা তাঁদের লেঠেল বা পেয়াদা হিসেবেব্যবহারকরে দলীয় ক্ষমতাকে, নির্বিঘ্ন করেন। এক্ষেত্রে দীর্ঘদিনেরবুভুক্ষু ও পিয়াসী মেহনতী প্রায় - নিরক্ষর মুসলমান লালায়িতহয়ে তুপের তাস হন। সংঘর্ষে যাঁরা থাকেন সামনের সারিতে, মৃত্যু তোসর্বাগ্রে তাঁদেরই আলিঙ্গণ করে। মুসলমান মরে তার গুণে অথবা দোষে । তার গুণ এই যে, সে স্বাভাবতই প্রতিবাদী অন্যায়রেপ্রতিবাদ করতে গিয়ে মরে। আর দোষ এই যে তার থাকে অন্ধ অনুগত্য । নেতারা, সুবিধা মতোদুটিকেই ব্যবহার করেন।

(ঘ) গ্রামের দলীয় আনুগত্যওকচুর পাতার পানির মতো টলটলে, কিন্তু টলমলেও স্বার্থের সামান্য ছোঁয়ারযখন তখন গড়িয়ে পড়ে। এক শ্রেণীর মুসলমান, সামান্য একটু স্বাকৃতি বাপ্রতিষ্ঠার জন্য এবেলা - ওবেলা দল বদলকরে। তাতে পারস্পরিকআক্রোশ আরও বাড়ে। তখন দিগ্বিদিক জ্ঞানসূন্য হয়ে তারা প্রতিপক্ষকেজব্দ করে , না হয় নিজেরা জিব্দ হয়।

(ঙ) মুসলমানদের মধ্যে যাঁরালেখাপড়া শিখে চাকরী - বাকরী করেন, তাঁরা দ্রুত গ্রাম ছেড়ে শহর - এলাকায়স্থায়ীভাবে চলে যান ।সমাজের শিক্ষিত অংশের বৌদ্ধিক তৎপরতায় গ্রাম - জীবনে একটি ভারসাম্যবহাল থাকে। কিন্তু গ্রামে সে সুযোগও আর থাকছেনা। শিক্ষা ও সংস্কৃতিরঅভাবে খেটে খাওয়া মুসলমান নিজেদের উপর আরনিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না ।হয়ে যায় দলীয় রাজনীতির দাবার বোড়ে।

(চ) প্রতিটি দলেরপ্রশিক্ষণ শিবির থাকে। দলীয় সদস্য বা সমর্থকদের শেখানো হয়। কীকরে ক্ষমতা বাড়ানোযায়, কিংবা (তা সম্ভব না হলে) ক্ষমতাধরে রাখতে হয়। কিন্তু প্রয়োজনে, বিশেষ ক্ষেত্রে, কিছুটা ক্ষমতাছেড়েওদিতে হয়, ----এই শিক্ষাকোথাও, কখনও দেওয়া হয় বলে শুনিনি। হ্যাঁ, এটিও অন্যতম রণ - কৌশল। পরবর্তি আক্রমণকে প্রবলতার করার জন্য, মাঝে মাঝে সেনাধ্যক্ষের নির্দেশে,সেনার্য পিছিয়ে আসে। ফুটবলেওএকটানা আক্রমণ চলে না। সুযে াগসন্ধানী খেলোয়াড় কখনও কখনও, সামনের দিকে নাঠেলে, বলকে পিছনের দিকে, এমনকী গোলরক্ষকের কাছেও পাঠিয়ে দেন। এরাজ্যের রাজনীতি, কোন অবস্থায়,সুচাগ্র পরিমাণ মেদিনী ও ছেড়ে দিতে অভ্যস্ত নয়। এখানে শেখানো হয়না যে,রাজনীতি একটি পাবলিক ট্রাস্ট, কিংম্বা সরকার - পরিচালনারবিজ্ঞান(Scienceof the Government) তবুও শহরের শিক্ষিত মানুষ শিক্ষা,সংস্কৃতি, শীলন, চেতানা-- ইত্যা
দির কল্যাণে অনেকবেশি সহিষ্ণু ও পরিশীলিত। আর গ্রাম জীবনে বিশেষ করে মুসলিম সমাজেএসবরে তেমন অস্তিত্ব নেই বলে গ্রামের মানুষ হঠকারিতার হ াতে নিজেদেরসঁপে দিয়ে আত্মঘাতী হয়। দেশের দলগুলি যদি চায়,তবে, কেদিনেই তা বন্ধহতেপারে। কিন্তু ঐ যে ক্ষমতার অলিন্দে যাঁরা বিচরণ করেন, তাঁরকেন ার জুতো পায়ে পরে চলেননা ।পায়ের মাপ দিয়ে নিজেরাই বানিয়ে নেন। আর দিশেহারা মুসলিম চিন্তারচর্চা করে না বলে ঘুরে ফিরে তাঁদেরই খপ্পরে পড়ে অ াত্মঘাতী হয়।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com